৩১/৮/২০০১

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৮ ...... কলাম ... ৪ ......

দৈনিক ইনকিলাব

আওয়ামীপন্থী বাছাই কমিটি বাতিল করার দাবী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১০ কোটি টাকার বই কেনা নিয়ে চলছে ঘাপলাবাজি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশ যখন নির্বাচনী জোয়ারে ভাসছে, তখন সংগোপনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চলছে ১০ কোটি টাকার বই কেনা নিয়ে ঘাপলাবাজি। অভিযোগ উঠেছে, পরিকল্পিতভাবে অতীতের মতো এবারও একচেটিয়ভাবে ১০ কোটি টাকার বই আওয়ামীপন্থী প্রকাশকদের হাতে তুলে দেয়ার চক্রান্ত চলছে।

প্রতিবছরই সরকার কর্তৃক দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বই বিতরণ করা হয়। গত বছরের এই বিতরণসহ আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতিটি বই বিতরণের ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেক প্রকল্প পরিচালক অর্থ আত্মসাতের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে জেলও খেটেছেন। কিন্তু [illegible] শিক্ষা [illegible] সতর্ক হয়নি। বই কেনার জন্য এবার যে বাছাই কমিটি গঠন করেছে তা নিয়ে ইতোমধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এই কমিটি গঠনে প্রশাসনে ঘাপটি মেরে থাকা আওয়ামীপন্থী আমলারা এমন সব লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যারা ব্যক্তিগত জীবনে আওয়ামীপন্থী লেখক, প্রকাশক ও পেশাজীবী হিসেবে পরিচিত। এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ আনিসুজ্জামান, লেখক মইনুল আহসান সাবের, দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাত ও উদয়ন স্কুলের প্রধান

৫-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ঘাপলাবাজি

৮-এর পৃষ্ঠার পর

শিক্ষয়িত্রী শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাছাই কমিটি গঠন করতে গিয়ে এবার বিধি ভঙ্গ করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। বিধি মোতাবেক কোন প্রকাশক বাছাই কমিটির সদস্য থাকতে পারবেন না। কিন্তু লেখক মইনুল আহসান সাবের দিব্য প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী। এছাড়া দীপ্র প্রকাশ ও অরিত্র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দু'টিও কার্যত তারই বেনামী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদফতরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রায় ১০ কোটি টাকার বই কেনা হবে। এজন্য ইতোমধ্যে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্দেশে বই জমা দেয়ার বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক আগামী ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রকাশিত বই জমা দিতে হবে। কিন্তু প্রকাশকগণ এই বাছাই কমিটির অধীনে বই কেনা হলে বাছাইয়ের নামে শুধুমাত্র আওয়ামীপন্থী লেখক-প্রকাশকদের বই কেনার মাধ্যমে কার্যত সাধারণ প্রকাশকদের সাথে একটি প্রহসন করা হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। প্রকাশকগণ এই বাছাই কমিটি বাতিল করে একটি দল-নিরপেক্ষ বাছাই কমিটি গঠনপূর্বক বই কেনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।